RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IX, No. 1 / April, 2024, pp. 77-87.

ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও জেহাদ - একটি পর্যালোচনা

Mainak Mandal
Assistant Professor,
Department of Political Science,
Suri Vidyasagar College,
Suri, Birbhum, India.
mainakmandal.bdn@mail.com

Structured Abstract:

প্রেক্ষাপট: বর্তমান বিশ্বে একটি প্রাসঙ্গিক ও জ্বলন্ত সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) যা মূলতঃ ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তা (বিশেষত ইসলামীয়) দ্বারা পরিপুষ্ট ও প্ররোচিত। অর্থাৎ একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের একটা সহজ করিডর আছে। কেননা মৌলবাদ সুযোগ বুঝেই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়, আবার সন্ত্রাসবাদীরা মৌলবাদের তকমা লাগিয়ে নিজেদের কার্যক্রমকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। আসলে সন্ত্রাসবাদ কখন, কীভাবে, কোন্ প্রেক্ষাপটে মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা পায় বা অন্যভাবে বললে মৌলবাদীরাই বা কেনো সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, তা উদঘাটিত হবে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই।

উদ্দেশ্য: এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও জেহাদের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। বর্তমান সময়ে, সন্ত্রাসবাদ সবচেয়ে ভয়াবহরূপে প্রকাশ পেয়েছে ইসলামিক মৌলবাদের মধ্যে এবং সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদেরকে নিরপরাধ হিসাবে প্রমাণ করার এবং জনগণের কাছে তাদের কার্যক্রমকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যবহার করছে 'জেহাদ' (Jihad) নামক শব্দটি। কারণ 'জেহাদ' শব্দটি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হল ইসলামিক মৌলবাদ কী? ইসলাম ধর্মে এমন কী আছে, যা সন্ত্রাসবাদে প্ররোচিত করে? অন্যভাবে বলা যায়, ইসলাম ও জেহাদ কীভাবে সম্পর্কিত এবং সন্ত্রাসবাদীরা জেহাদী তকমা নিয়ে কীভাবে তাদের কার্যক্রমকে যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা চালাচ্ছে তা অনুসন্ধান করা।

সূচক শব্দ (Keywords): মৌলবাদ, ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জেহাদ,

Paper Type: গবেষণা পত্র (Research Paper)।

গবেষণা পদ্ধতি: ব্যাখ্যামূলক এই গবেষণা পত্রটিতে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

ভূমিকা

এই গবেষণা পত্রটির শিরোনামে উল্লেখিত তিনটি প্রধান ধারণা (Concept) হলো সন্ত্রাসবাদ (Terrorism), মৌলবাদ (Fundamentalism) / ইসলামী মৌলবাদ (Islamic Fundamentalism) এবং জেহাদ (Jihad)। তাই আলোচনার মূল অংশে অর্থাৎ উক্ত ধারণাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় বা বিশ্লেষণের পূর্বে এই তিনটি ধারণা (concept) সম্পর্কে বিশেষ পরিচিতি আবশ্যক ।

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

সাধারণভাবে 'সন্ত্রাস' বলতে বোঝায় এমন সব কাজ বা ঘটনাকে যার মধ্যে 'ত্রাস' থাকে। ত্রাস মানেই তার মধ্যে থাকবে হিংসা, উদ্বেগ এবং একটা ভয়ের আবহাওয়া বা বাতাবরণ। তবে সন্ত্রাসবাদের 'সংজ্ঞার উপর কোনো নির্দিষ্ট চুক্তি' না থাকায়, সেখানে একটা ঝুঁকি থেকেই যায় প্রত্যেকের একে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে। অর্থাৎ কোনটা সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সেটা বর্তমানে অনেকটাই নির্ধারিত হচ্ছে ব্যাক্তি, দেশ ও সম্প্রদায় ভেদে; আদর্শ ও স্বার্থের টানা পোড়েনের যাঁতাকলে। এইভাবে রাজনীতি, সমাজ জীবন ও আদর্শের বলয়ে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি বিভ্রান্তিকর ও আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠন ও তাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সন্ত্রাসবাদকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে বা করেছেন। যদিও তাদের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের মনোভাব এবং প্রত্যক্ষকরণের বিভিন্নতা লক্ষ্যনীয়। দ্য ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া (The World Book Encyclopedia) সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে "The use of threat of violence to create fear and alarm to support political causes" হিসাবে।[১] ইজরায়েল- এর ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু- এর মতে, সন্ত্রাসবাদ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে চলে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে বিনা প্ররোচনায় ও অতর্কিতে এমন সুপরিকল্পিতভাবে অন্তর্ঘাত ও হত্যালীলা চালায় যার পরিণতিতে সাধারণ মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদীরা সচরাচর অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানে, যেমন ব্যবসাকেন্দ্র, বাজার, রেলপথ, যাত্রীবাহী যানবাহন, বিমানবন্দর, ব্যাংক এককথায় যেখানে জনসমাগম বেশি এবং নিরাপত্তার ঘনঘটা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং জনমানুষে বিপুল ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এইভাবে তারা মানুষের নিরাপত্তাকে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে প্রশাসনকে বিচলিত করে তোলে। কেননা সংশ্লিষ্ট সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। (Netanyahu, 1986, 9)[২] আবার রাষ্ট্রসংঘও (UNO) তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির ঐক্যমতের অভাবে সন্ত্রাসবাদের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারে নি, তবে ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের রেজলিউশনে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রসংঘ যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করে এবং তা বিশ্বের যেখানেই হোক, যেই করুক, তাকে অন্যায় এবং জঘন্য অপরাধ বলে মনে করে'।[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের চরিত্র নির্ণয় ও মূল্যায়নে সঠিক মাপকাঠি কী হওয়া উচিত এই বিষয়ে কোনো সর্বসম্মত মতামত না পাওয়া গেলেও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সন্ত্রাসবাদের অপরিহার্য উপাদান হল হিংসা। তবে আবার সন্ত্রাসবাদকে অন্যান্য হিংসার (যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব) সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেও চলবে না। মনে রাখতে হবে সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব কিন্তু একই জিনিষ নয়, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(Bhattacharya, 2007, 55-66)[৪] যদিও বাস্তবিকক্ষেত্রে প্রত্যেকে তারা তাদের সীমানা প্রায়শই অতিক্রম করে এবং এদের পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সন্ত্রাসবাদকে তার কৌশল এবং তার সম্পাদিত কার্যপ্রণালী (Modus Operandi) দিয়েই চিহ্নিত করা উচিত, তার উদ্দেশ্য বা অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। আবার সন্ত্রাসবাদকে মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করা হলেও এই হত্যালীলা ও ত্রাস সৃষ্টিকে সন্ত্রাসবাদীরা অন্যায় বলে মনে করেন না। কারণ, সন্ত্রাসকে তারা একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখে। সন্ত্রাস এদের কাছে 'an instrument of power' [৫]

মৌলবাদ (Fundamentalism) এবং ইসলামী মৌলবাদ (Islamic Fundamentalism) আধুনিকতা তথা উদার ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই উদ্ভব হয়েছে মৌলবাদের। মৌলবাদ ধর্ম থেকে যুক্তিকে বাদ দেয়। মৌলবাদ হচ্ছে গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদসমূহের কঠোর অনুগমনের চাহিদা। (Marsden, 1980, 4-5)[৬] মৌলবাদ বা Fundamentalism শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়। এটি অবশ্যই ধর্মের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিষ্ঠানিক কোনো একটি ধর্মে দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আনুগত্য তথা চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ তার প্রাথমিক ভিত্তি। প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থগুলিকে নিজেরা তো প্রশ্ন করেই না, অন্য কেউ তার চেষ্টা করলেও তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করতে থাকে। মৌলবাদের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে নিজেদের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবা এবং পরমত-অসহিষ্ণুতা, আর এই বিশ্বাস বা তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি করা এবং তার জন্য অনৈতিহাসিক মিথ্যাচারের সঙ্গে হিংস্র উগ্র অন্ধ আচরণ (নৈতিক অন্ধত্ব) করা। হিন্দু, শিখ, ইহুদি, কনফুসিয়, খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি যে ধর্মই হোক না কেনো-প্রায় সব কটি ধর্মই কম বেশি মৌলবাদ দ্বারা আক্রান্ত। মৌলবাদের কোনো একটি বিশেষ ধাঁচ নেই। অর্থাৎ 'মুসলিম মৌলবাদীরা যেমন আছেন, ঠিক তেমনি আছেন ক্রিশ্চান এবং ইহুদি মৌলবাদীরা, যাদের কারো কারো রয়েছে নিজস্ব মৌলবাদী পরিকল্পনাও। (New, 2001, vii)[৭] কিন্তু তবুও মৌলবাদ কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা যুক্ত হয়ে পড়ে (কথনে ও মননে) ইসলাম ধর্মের সঙ্গে। কিন্তু কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে বিষয়টিকে অতীত থেকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অতীতে প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামীয় সভ্যতা বা দুনিয়া ইউরোপকে পরিহাস করার ক্ষমতা রাখতো। চিকিৎসা শাস্ত্রে, গণিত শাস্ত্রে, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইসলামীয় সভ্যতা অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের অবদান ও সৃষ্টিশীলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে নি। বর্তমানে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে যাঁরা নিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক, তাঁদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে মুসলমানরা ব্যর্থ। তাঁরা মনে করে ইসলাম - প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হবার কারণেই তাদের আজ এই অবস্থা। মৌলবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস ও তত্ত্বে সীমিত থাকে ততক্ষণ তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মৌলবাদ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং চূড়ান্ত রক্ষণশীলতায় আক্রান্ত হয় তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। যেটা বর্তমান দিনে ইসলাম ধর্মে (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে) অধিক মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন ইসলাম ধর্মের প্রকৃত ধর্মীয় নীতি প্রতিষ্ঠা তথা ইসলাম ধর্মের সত্যিকারের রূপায়নের জন্য এই পথ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে স্যামুয়েল. পি. হান্টিংটনের 'Clash of Civilizations' তত্ত্বটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন - "পশ্চিম দুনিয়ার মূল সমস্যা ইসলামী মৌলবাদ নয়। আসল সমস্যা হল সম্পূর্ন বিজাতীয় সভ্যতা - ইসলাম। এই সভ্যতার মানুষদের মনে এই প্রত্যয় আছে যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠ, অথচ তাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা হীলবল। তেমনি ইসলামের সংকট CIA

নয়, যুক্তরাষ্ট্রও নয়, আসল সংকট এক বিজাতীয় সভ্যতা - পাশ্চাত্য। সেই সভ্যতার মানুষ মনে করেন যে তাঁদের সংস্কৃতি সার্বভৌমিক। বিশ্বাস করেন যে ক্ষয় সত্ত্বেও তাঁদের ক্ষমতা অতুল এবং সঙ্গতভাবেই, তাই, তাঁদের এই সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রসারের একটা দায় আছে। এই সব মূল উপাদানই পাশ্চাত্য জগৎ এবং ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগায়। (Huntington, 1997, 217-18)[৮]

এটা ঠিক যে, ইসলামের একটি রাজনৈতিক দৃষ্টভঙ্গি আছে। কিন্তু এই মহান ধর্ম বিশ্বাস (ইসলাম) কে মৌলবাদীরা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। তবে ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ব্যাপারটি কেবলমাত্র মৌলবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন নয়, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'জেহাদ'- এর আহ্বানের মধ্যে দিয়ে আমেরিকাও তার মিত্রদের (সৌদি আরব ও পাকিস্তান) সাহায্য নিয়ে ইসলামকে ব্যবহার করেছিল। আসলে ইসলামি মৌলবাদ একটি শিথিল (ঢিলে ঢালা) অ - যথার্থ শব্দ, যার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের, কখনোও বা একেবারে বিপরীত ধরনের ইসলামী ধর্মীয় জঙ্গিপনাকে বোঝায়। (Foreign Affairs, 1992, 115)[৯] বর্তমান অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা যায়, "ইসলাম একটি উপরিকাঠামো, যা নড়বড় করছে একদিকে রাজনীতির ধাক্কায় (জাতীয়তাবাদ, কমিউনিস্ট বিক্ষোভ, পাশ্চাত্যিকরন ইত্যাদি) আর অন্যদিকে তার সংস্কৃতির সার্বভৌমত্বে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ করার প্রয়াসে"। (Said, 1979, 278)[১০]

ধর্মীয় মৌলবাদীরা এমন একটি ধারণার দ্বারা পরিচালিত হন, যার জন্য তাদের 'true believers' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ধারাটি হচ্ছে এইরূপ যে অধিকতর ভালো সমাজ অস্তিত্বশীল হতে পারে কেবল মাত্র তখনই যখন সেই সমাজ নিশ্চিন্ত বাধা বা ভীতি এড়িয়ে যেতে বা পরিহার করতে পারে। মার্কসবাদী - লেনিনবাদীদের জন্য এই ভীতিটা হচ্ছে উচ্চ শ্রেণী বা বুর্জোয়ারা; ফ্যাসিস্টদের জন্য এটা হচ্ছে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অথবা বিদেশী উদ্বাস্তু; জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে এটা উপনিবেশকারী বা ঔপনিবেশিক শাসকরা; আর ধর্মীয় চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে এটা শুধু বিদেশীরাই নয়, সেইসঙ্গে বিদেশীদের দ্বারা উপস্থাপিত বা প্রচারিত মূল্যবোধও যা দেশীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভীতির কারণ। এই চিন্তাভাবনা মাথায় রেখেই আলকায়দা এবং তার নিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদিত (affiliated) ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও নেটওর্য়াক কেবলমাত্র আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত ও মধ্যপূর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, সেইসঙ্গে তারা বিশ্বায়ন নামক শক্তি যা তাদের ঐতিহ্যকতা, ইসলামিক সমাজ ও জীবনধারাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। তাই বাস্তবিকপক্ষে, সমসাময়িক ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে বিশেষভাবে চরিত্রায়িত করা যেতে পারে প্রগতিশীল (forward-looking) মতাদর্শের বা ভাবধারার বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ হিসাবে। (Viotti, 2007, 282)[১১]

তবে ইসলামী মৌলবাদ, ইসলামী সন্ত্রাসবাদ কথাগুলো বর্তমানে এতো জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হিসাবে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক ও তার বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য দুনিয়ার নানা ভূল ধারণা এবং ভুলভাবে তার উপস্থাপনাকেও দায়ী করা যেতে পারে। শুধু বর্তমান দিনে নয়, অতীতে ও বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের লেখায় ইসলাম ধর্মকে উগ্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। যেমন ফরাসী চিন্তাবিদ মন্তেস্কু তাঁর 'The spirit of Laws' - এ প্রতিটি দেশের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে আইন কীভাবে সম্পর্কিত তা দেখাতে গিয়ে তিনি 'বিভিন্ন ধর্ম … সভ্য সমাজে যে কল্যাণ সাধন করে, কেবল সেই দিক থেকে … ' আলোচনা করে বলেছেন, 'নরমপন্থী সরকার বেশী মানানসই খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে,

স্বৈরাচারী সরকার ইসলাম ধর্মের সঙ্গে…'। (Richter, 1977, 293-295)[১২] বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টান এবং ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের প্রায়শই বলতে শোনা যায়, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সমার্থক এবং ইসলামিক রাজনীতি অনিবার্যভাবেই হিংসা ও সন্ত্রাসের পথ টেনে নেয়। মুসলমানদের মধ্যে কেউ সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হলে তাকে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন খ্রীষ্টান বা ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের সাধারণত খ্রীষ্টান বা ইহুদি সন্ত্রাসবাদী নামে অভিহিত করা হয় না। বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবি তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছেন এবং ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যে কোনো রকমের আলোচনারই তাঁরা বিরোধী। এমনকি ৫৭টি দেশ সম্মিলিত ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলির সংগঠন ও.আই.সি (OIC - Organization of Islamic Cooperation) – এর বিভিন্ন সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রনেতারা ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক রয়েছে এরকম যেকোনো অজুহাতকেই বার বার নিন্দা করেছেন।

বর্তমান সময়ে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে গর্জন করে চলেছে[১৩] এবং আজ পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বড় অংশ এই ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। (Moore, www.pbs.org)[১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মুসলিমরাই হলো পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। (Smart, 1999, 13)[১৫] মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১.৩ শত কোটি। (Ahmed, 2003, 7)[১৬] তারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৯.৩ শতাংশ। (Miller, 2000, 23)[১৭] কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'ইসলামিক যুদ্ধবাজি বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে'। (Singh, 2002, 265)[১৮] ঘটনাক্রমে, ফুকুয়ামা মন্তব্য করেছেন যে, জেহাদি সন্ত্রাসবাদের এখন অভিষ্ট লক্ষ্য হল 'আধুনিক বিশ্ব' (Modern World)।

জেহাদ (Jihad): জেহাদ শব্দটি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অনাচারি শাসকের মুখের ওপর সত্য কথা বলাই জেহাদের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। এই হল মহম্মদের পাপস্পর্শহীন সত্য ভাষণ। (Al Fath-Al-Kabir, 1930, 208)[১৯] দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের মনে এই মিথ্যা ধারণা আছে যে, জেহাদ মানেই যুদ্ধ। এই একটি উক্তিই সেই ধারণা দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। বেইরুটের (Beirut) সুপন্ডিত ইউসূফ ইবিশ (Yusuf I'aish) জেহাদ তত্ত্বের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন: নিজের পশু প্রকৃতির / মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াইকেই বলি 'বড় জেহাদ'। এই লড়াই বাইরে নয়, অন্তরে; এ হলো ইতরতাকে জয় করে ঈশ্বরের পথে যাত্রা। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের কিছু সাদৃশ্য আছে। সেগুলি লাগাম ছাড়া হলে মানুষ বড় ভয়ানক জন্তু হয়ে যায়। এসব তীব্র উত্তেজনা সমূহ নিয়ন্ত্রণে আনাই হলো বড়ো জেহাদের মূল অর্থ। অন্যদিকে 'ছোট জেহাদ' অর্থাৎ সমাজ আক্রান্ত হলে গোষ্ঠী রক্ষার জন্য যে লড়াই, সেই লড়াই এ অংশগ্রহণ প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। অবশ্য যদি আগে আক্রমণ আসে তবেই। কারণ জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা মানুষের অধিকার। (Noorani, 2003, 32)[২০]

চিন্তাশীল মৌলবি আয়াতল্লা মরতাজা মতঃহারি (Ayatollah Morteza Motahhari) তাঁর গ্রন্থ 'জেহাদ: দ্যা হোলি ওয়ার অব ইসলাম অ্যান্ড ইটস লেজিটিমেসি ইন দ্যা কোরান' - এ বলেছেন, 'আমার মনে হয় না কারো সংশয় আছে যে সেই জেহাদ ও যুদ্ধই পবিত্রতম যা মনুষ্য জাতি ও তার অধিকারকে রক্ষা করে'। (Lawrence, 2000, 117)[২১] আবার মৌলবী চিরাগ আলি তাঁর "এ ক্রিটিক্যাল এক্সপোজিশন অব দ্যা পপুলার জেহাদ" গ্রন্থে, মহম্মদ যে জেহাদের লড়াই করেছিলেন আর ইসলামের নামে মুসলমানরা এখন যা করেছেন তার পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। (Ali, 1984)[২২]

'জেহাদ' আসলে কী ? এ নিয়ে মহম্মদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রচুর আলোচনা হয়েছে, নানাজনে এর নানা রকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু মূল উৎস আজও কোরানের প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলি। বাকি সবকিছুই হলো এর উপর টীকা বা মন্তব্য, তার বেশি কিছু নয়। কোরানের আয়াতগুলির নির্গলিতার্থ হলো (Islam, 2005, 32-42)[২৩] :

১) বিশ্বাসী (মুসলমান) দের কাছে জেহাদ তখনই বাধ্যতামূলক যখন-

(ক) তারা আক্রান্ত হয়;

(খ) তারা তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়;

(গ) কেউ বিশ্বাসীকে অস্বীকার করে;

(ঘ) তাদের হত্যা করা হয়;

(ঙ) বিশ্বাস বিপন্ন হয়;

(চ) বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বিশ্বাস বর্জন করে;

(ছ) কেউ তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে;

২) মুসলমানদের মধ্যে যারা জেহাদে যোগদান করে, তাদের তুলনায় যারা যোগদান করে না তাদেরকে আল্লাহ হেয় চোখে দেখেন।

৩) কেবলমাত্র অন্ধ, খঞ্জ ও পীড়িতরা জেহাদে যোগদান না করলেও তাদের প্রতি দোষারোপ করা হয় না।

৪) জেহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের অর্থ জাহান্নামে যাওয়া।

৫) একজন জেহাদি-

(ক) সর্বোচ্চ সম্মানিত পদের অধিকারী

(খ) নিহত বা বিজয়ী যাই হন না কেনো, তিনি উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত

(গ) তার সকল পাপ ক্ষমা করা হয়

(ঘ) তার জন্য জান্নাতে রয়েছে এক অত্যন্ত লোভনীয় জীবনের নিশ্চয়তা

(ঙ) চলেন সঠিক পথে

(চ) আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্য আশা করতে পারেন

(ছ) দ্রুত বিজয়ী হন

৬) জেহাদ ততক্ষণ পর্যন্তই চালাতে হবে যতক্ষণ না নির্যাতন বন্ধ হয়।

৭) জেহাদ চলাকালে-

(ক) অবিশ্বাসীদের গর্দানে আঘাত করতে হবে এবং হাতের আঙ্গুলের ডগা কেটে ফেলতে হবে

(খ) যেখানে হোক পেলেই হত্যা করতে হবে

(গ) বিশ্বাস ঘাতকদের যেখানে দেখবে ধরবে এবং হত্যা করবে

৮) মুসলমানরা জেহাদ করবে

(ক) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে

(খ) আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত।

(গ) প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে

(ঘ) বিশ্বাসের অমর্যাদাকরী এবং শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে

৯) মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত করবে না, বরং সর্বশক্তি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরন করবে। তাদের নিকটবর্তী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে।

এটা ঠিক যে, ইসলামের একটি রাজনৈতিক দৃষ্টভঙ্গি আছে। কিন্তু এই মহান ধর্ম বিশ্বাস (ইসলাম) কে মৌলবাদীরা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। তবে ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ব্যাপারটি কেবলমাত্র মৌলবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন নয়, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'জেহাদ'- এর আহ্বানের মধ্যে দিয়ে আমেরিকাও তার মিত্রদের (সৌদি আরব ও পাকিস্তান) সাহায্য নিয়ে ইসলামকে ব্যবহার করেছিল। আসলে ইসলামি মৌলবাদ একটি শিথিল (ঢিলে ঢালা) অ - যথার্থ শব্দ, যার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের, কখনোও বা একেবারে বিপরীত ধরনের ইসলামী ধর্মীয় জঙ্গিপনাকে বোঝায়। (Foreign Affairs, 1992, 115)[২৪] বর্তমান অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা যায়, "ইসলাম একটি উপরিকাঠামো, যা নড়বড় করছে একদিকে রাজনীতির ধাক্কায় (জাতীয়তাবাদ, কমিউনিস্ট বিক্ষোভ, পাশ্চাত্যিকরন ইত্যাদি) আর অন্যদিকে তার সংস্কৃতির সার্বভৌমত্বে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ করার প্রয়াসে"। (Said, 1979, 278)[২৫]

বর্তমান বিশ্বে বিচিত্র লক্ষণযুক্ত যে ধরনের অসংখ্য জঙ্গি কার্যকলাপ চলছে, তা এই ইসলামী সন্ত্রাসবাদ শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত হয়ে থাকে। ইসলামী সন্ত্রাসবাদীরা ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত, আর এই ধারণাটিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তারা ব্যবহার করে **'জেহাদ'** নামক ধারণাটির। অর্থাৎ বর্তমান দিনে সন্ত্রাসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ হলমার্ক হচ্ছে জেহাদ। সন্ত্রাসবাদীদের জিহাদকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার পিছনে বা জেহাদের তকমা লাগিয়ে কাজকর্ম পরিচালনা করার পিছনে অন্যতম কারণ হল তাদের কাজকর্মের স্বপক্ষে জনগণের (বিশেষত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের) সমর্থন আদায় করা। কেননা মুসলিমরা মনে করে, সে নির্যাতিত হচ্ছে বা আক্রান্ত হচ্ছে বা স্বঘৃহ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে বা তার ধর্ম বিশ্বাস বিপন্ন তা হলে কোরান - এর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী জেহাদ ঘোষণা করা তার কর্তব্য। যদি সে তা করে তাহলে আল্লাহ তাকে সাহায্য, দ্রুত বিজয় ও জান্নাতে শাশ্বত সুখ দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যদি সে তা না করে তাহলে সে অধ:পতিত হবে। আগ্রাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার এই ধারণা থেকে সন্ত্রাসবাদীরা প্রভূত প্রেরণা পেয়ে থাকে এবং নিজেদেরকে জেহাদি বলে অভিহিত করে। তাই ইসলামী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে (সংশ্লিষ্ট স্থানের) স্থানীয় যুবকদের ধর্মীয় আবেগকে অনুতারিত করে জেহাদি হিসাবে সংগঠিত ও ব্যবহার করা। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্বায়ন এই কাজকে আরো সহজ করে তুলেছে। বিভিন্ন জেহাদী ওয়েবসাইটগুলি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, অর্থ যোগাড়, পরিকল্পনা রচনা, আদর্শ প্রচার এসব কিছুই করে চলেছে নিপুণভাবে। তাই একে 'e-Jihad' ও বলা হচ্ছে। জেহাদী আদর্শ প্রচারে আল কায়দার Online

Magazine Sawtal-Jihad (Voice of Jihad) - বিগত বছরগুলোতে গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে চলেছে। কাজেই জেহাদের ধারণাটা অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জাগিয়ে তোলার কাজে অনেকখানি উৎসাহিত করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তারা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে, জেহাদ তার একমাত্র কারণ হতে পারে না। (Islam, 2007, 52-57)[২৬] তবে বর্তমান দিনে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের সমর্থন লাভের আশায় ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে চলেছে এবং নিজেদেরকে জেহাদি বলে অভিহিত করছে।

সমসাময়িক সন্ত্রাসবাদ সবচেয়ে ভয়াবহরূপে প্রকাশ পেয়েছে ইসলামিক মৌলবাদের মধ্যে। আর এই ইসলামী সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে এর মেলবন্ধন ও একত্রীকরণ সমগ্র বিশ্বকে এক মারাত্মক পরিণতির (Deadly Mix) দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই মৌলবাদী চিন্তাধারায় জড়িত ও পুষ্ট আধুনিক সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রও।[২৭] এমনকি বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে মৌলবাদী বা বলা যায় ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অশুভ আঁতাতও গড়ে উঠেছে।[২৮] আবার শুধু বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারই নয়, সেইসঙ্গে মুসলিম রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীরাও এই দোষ থেকে রেহাই পেতে পারেন না। মৌলবাদের বিকাশের জন্য তাঁরাও যথেষ্ট জায়গা করে দিয়েছেন, কখনোও কখনোও আবার এর সঙ্গে সহযোগিতাও করেছেন। সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশার মাঝখানে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক নিস্ফল্য নৈতিকতা ও চিন্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কিন্তু খুব কম লোকই তার মোকাবিলা করতে যত্নবান হয়েছেন। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে মৌলবাদী শক্তিগুলি এগিয়ে আসছে, যারা মুখে ইসলামের কথা বলে কিন্তু সহনশীলতা ও করুনা সম্পর্কিত ইসলামের অনুশাসনগুলি সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র গরজ নেই। ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরনকে যারা গুলিয়ে ফেলে, তারাই এই ধরনের বাহ্যিক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয়। মৌলবাদী সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, ইসলাম ধর্মকে তথা ইসলাম দুনিয়াকে বাঁচাতে তাঁরা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও দায়বদ্ধ। তারা মনে করেন ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতি পৃথক নয়। এরা ইসলামের শিক্ষাকে অবদমিত এবং বিকৃত করেছে, তাদের নিজস্ব রাজনীতির প্রয়োজন সাধনার্থে।

Notes and References

১) The World Book Encyclopedia Britannica (Vol.19); 1996. World Book, Inc. p-159.

২) Netanyahu, Benjamin (ed), 1986. "Terrorism: How the West can win?" New York, Farrar Straus, Giroux, p-9.

৩) United Nations Security Council Resolution 1269, 19 October 1999.

International Convention for the Suppression of the Financing on Terrorism, Resolution 54 / 109 of 9 December 1999.

8) For details, Bhattacharya, Sanu, 2007 "Terrorism and Moral Questions" Kolkata, Levant Books, pp. 55-66.

৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্মান রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সন্ত্রাসবাদের কথা না লিখলেও Instrumental rationality কথাটি ব্যবহার করেছিলেন যার একটি আকার বা

নমুনা হিসাবে সন্ত্রাসবাদের কথা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ যুক্তিসিদ্ধ কেবলমাত্র instrumental অর্থে। সন্ত্রাসবাদ হল এমন একটি যন্ত্র যাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তবে দক্ষতা সহকারে কার্যগুলি সম্পাদনা করা যেতে পারে। ওসামা বিন লাদেন- এর মতো নেতারা তাদের এজেন্ডাকে উন্নততর ও অগ্রসর করার জন্য যেভাবে সন্ত্রাসবাদের যান্ত্রিক ব্যবহার করেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রবলভাবে যুক্তিসিদ্ধ। এইসব নেতারা তাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সঙ্গী, সহকর্মী ও অন্যান্যদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা (Charismatically) রাখেন যে ঐ সঙ্গী, সহকর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে।

৬) Marsden, George M. 1980. "Fundamentalism and American Culture" Oxford University Press, pp 4-5.

৭) New, David, S. 2001. "Holy War: The Rise of Militant Christian, Jewish and Islamic Fundamentalism" New Carolina, Mc Farland and Company, p- vii.

৮) Huntington, P. Samuel. 1997 "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" New Delhi, Penguin Books, pp. 217-18.

৯) Foreign Affairs, October, 1992, p-115.

১০) Said Edward. 1979. "Orientalism" Vintage, p-278.

১১) Viotti, Paul. R and Kauppi Mark. V, 2007. "International Relations and World Politics-Security, Economy, Identity" New Jersey, Pearson Prentice Hall, p-282.

১২) Richter Melvin, 1977. "The Political Theory of Montesquieu" Cambridge, Cambridge University Press, pp. 293-295.

১৩) সাম্প্রতিককালে Islamic State of Iraq and Syria (ISIS - It is a Sunni jihadist group with a particularly violent ideology that calls itself a Caliphate and claims religious authority over all Muslims) এবং আলকায়দার (Al- Qaeda – established by Osama Bin Laden in 1990's) নেতৃত্বে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের উৎস হল ধর্মীয় মৌলবাদ। আলকায়দা এখন এক বহুজাতিক, বহু বিস্তৃত সংগঠন যার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী কিংবা কোনো দেশের সরকার বা রাজনৈতিক দল এমন কি কোনো ধর্মসম্প্রদায়ও নয়। মৌলবাদী ইসলাম যেখানেই অসম্মানিত, অবহেলিত সেখানেই আলকায়দা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা মনে করে, বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়া তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন মুসলিম সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্ম চূড়ান্তভাবে অবহেলিত, তেমনি বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। তাই আলকায়দা পশ্চিমী দুনিয়া তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আক্রমণকে অধিক মাত্রায় সক্রিয় করার অঙ্গীকার করেছে।

১৪) Moore, John "The Evolution of Islamic Terrorism: An overview" https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/target/etc/modern.html. Date of Access 20/06/2023.

সাম্প্রতিককালে নাইজেরিয়ায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা অপহরণ ও পণবন্দির ঘটনা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রায় দিন সন্ত্রাসীদের শিকার হয় সে দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ । অতিসম্প্রতি ইসলামী সন্ত্রাসীরা নাইজেরিয়ায় এক প্রথাগত রাজাকে গুলি করে হত্যা করার পর রানীকে তুলে নিয়ে যায়। দেশটির প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু ২০২৩ সালের মে মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এযাবৎ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮০০ নারী ও পুরুষ অপহরণের শিকার হয়েছে। তবে বেসরকারি তথ্যমতে, অপহরণের এই সংখ্যা চার হাজারের কম নয় ।

১৫) Smart, Ninan, 1999. "Atlas of the World's Religions" New York, OUP, p-13.

১৬) Ahmed, Akbar. S, 2003. "Islam Under Siege" New Delhi, Vistaar Publications, p-7.

১৭) Miller, Roland. E. 2000. "Muslim Friends: Their Faith and Feeling" Chennai, Orient Longman, p-23.

১৮) Singh Naunihal, 2002. "World Terrorism and New Age Movement" London, Routledge, p-265.

১৯) Al-Fath Al-Kabir, 1930. Dar al- Kutub al- 'Arabiyah al-Kubra, vol-I. P-208.

২০) Noorani, A.G, 2003, "Islam and Jihad" Kolkata, National Book Agency, P-32.

২১) Lawrence, Bruce B. 2000. "Shattering The Myth: Islam Beyond Violence" Oxford University Press, p-177.

২২) Ali, Maulvi Chiragh. 1984. "A Critical Exposition of the Popular Jihad" Delhi, Idarah- I-Adabiyati - Dilli- Jayyed Press.

২৩) Islam, Nazrul, 2005. "Islam, 9/11 and Global Terrorism: A Study of Perceptions and Solutions" New Delhi, Viva Book Pvt. Ltd, pp. 32-42.

২৪) Foreign Affairs, October, 1992, p-115.

২৫) Said Edward. 1979. "Orientalism" Vintage, p-278.

২৬) Islam, Nazrul. 2007. "Islam 9/11 O Vishwa Santrasbad" Kolkata, Dey's Publishing pp. 52-57.

২৭) উদাহণস্বরূপ বলা যায়, ভারত দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তানী মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের শিকার, বিশেষত জম্মু কাশ্মীর প্রশ্নে। সন্ত্রাসবাদ বিগত কয়েক বছর ধরে জেহাদ রূপে জম্মু কাশ্মীরে ঘটছে। পাকিস্তানকে ইহার আদি উৎস মুখ বলা যেতে পারে- মতাদর্শ, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ, বাসস্থান এবং অবশ্যই লোক ক্ষমতা এই সকল দিক দিয়েই। ১৯৯৩

সালে প্যান ইসলামীয় মৌলবাদকে এজেন্ডা হিসাবে গ্রহনের মধ্য দিয়ে আই.এস.আই (I.S.I), জামাত-ই-ইসলামী ও হিজবুল মুজাহিদীন- এর আঁতাত তৈরী হয় এবং প্যান ইসলামীয় নীতির প্রচার করে কাশ্মীরী স্বাধীনতাপন্থীদের অনুভূতি প্রবল করে তোলা হয়। এই প্যান ইসলামীয় এজেন্ডার প্রতি আসক্ত হয়ে স্বাধীনতাপন্থীরা কাশ্মীরী এজেন্ডা ত্যাগ করে এবং 'স্বাধীনতার' স্লোগান 'জেহাদ' স্লোগানে রূপান্তরিত হয়। সন্ত্রাসবাদের এই জেহাদী চরিত্র বিষয়ে যে বিতর্ক করা যায় তাতে হান্টিংটন- এর তত্ত্ব (the clash of civilizations) অনুযায়ী কাশ্মীর দুটি ধর্মীয় সভ্যতার মধ্যে একটি Faultline এবং একটি Battle Line ও বটে।

২৮) মৌলবাদ এবং জঙ্গী অধ্যুষিত এক ধর্মান্ধ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছে পাকিস্তান, যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে পাকিস্তানের বর্তমান অথনৈতিক দেওলিয়াপনা (Bankruptcy)। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন (সামরিক শাসক বা গণতান্ত্রিক শাসক) সকলেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করতে বাধ্য হয়। অতীতে আফগানিস্তান থেকে (১৯৭৯-৮৯) সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিতারণ করার সময় পাক সামরিক বাহিনী ও জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো হাত ধরাধরি করে বেড়ে উঠেছে। এই জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও জেহাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক মাদ্রাসা গুলি। আর এদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছে সি.আই.এ (C.I.A)। ঐতিহাসিকদের মতে, পাক জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠনের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে পাকিস্তানের ধর্মান্ধ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমান দিনেও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই (I.S.I), আলকায়দা (ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানের আশ্রয় ও পাকিস্তানের মাটিতে তাঁকে আমেরিকা কর্তৃক হত্যা), মোল্লা ওমরের তালেবান গোষ্ঠী, জৈশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বেশ কয়েকবার প্রমাণিত হয়েছে।